দামুড়হুদায় এক সেনা সদস্যর বাড়ি ভাংচুর, মহিলাদের শ্লীলতাহানি ও মারপিটের অভিযোগ

দামুড়হুদা উপলেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের পীরপুরকুল্লা গ্রামে এক সেনা সদস্যর বাড়ি ঘর ভাংচুর সহ প্রতিবেশীর বাড়ি ভাংচুর, মহিলাদের শ্লীলতাহানি সহ মারপিট, নগদ টাকা লুট পাটের ঘটনা ঘটেছে।

জানাগেছে গত শুক্রবার দুপুরে কার্পাসডাঙ্গার পীরপুরকুল্লা গ্রামের খালপাড়ায় মহিলাদের ঝগড়া বিবাদের জের ধরে ঠাকুরপুর গ্রামের মজিবারের ২ ছেলে আশাদুল (৩৫) ও শহিদুল (৩০) সহ ১০/১২ জন দেশীয় অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে পীরপুরকুল্লা গ্রামের খাল পাড়ায় সেনাবাহিনীতে কর্মরত হাসিবুল ইসলাম পিতা সোহরাহ হোসেনের বাড়ী ভাংচুর সহ মহিলাদের মারধর এবং শ্লীলতাহানির চেষ্টা করেন বলে এলাকাবাসীর অভিযোগ।

শুধু তাই না, সেনা সদস্য হাসিবুল ও তার আপন বড় ভাই জসিম বাড়িতে না থাকায় জসিমের স্ত্রী শাহানাহ খাতুন (৩৫) ও তার নাবালিকা মেয়ে সপ্তম শ্রেনীর ছাত্রীকে বেদম মারপিট সহ শ্লীলতা হানির চেষ্টা করে বলে জানাগেছে। এসময় প্রতিবেশী মৃতঃ আঃ জলিলের ছেলে আফছার আলী
(৫০) ও তার স্ত্রী ও সন্তানরা বাধা দিতে গেলে তাদেরও মারপিট করে এবং বাড়ি-ঘর ভাংচুর সহ ঘর তৈরীর জন্য আলমারিতে রাখা নগদ তিন লক্ষ টাকা ছিনিয়ে নেয় ঠাকুরপুরের শহিদুল ও আশাদুলরা।

এদিকে সেনা সদ্যসর ভাই জসিমের সপ্তম শ্রেনীতে পড়ুয়া নাবালিকা মেয়ে ভয়ে বাকরুদ্ধ হয়ে পরেছে। জসিমের স্ত্রী শাহানাজও ভয়ে ভয়ে আছেন। স্বামী বাড়িতে না থাকায় শাহানাজ ও তার নাবালিকা মেয়ে থানায় কোন অভিযোগ করতে পারেননি।

আসলেই শাহানাজ ও তার নাবালিকা মেয়ের সাথে কি ঘটনা ঘটেছে পুলিশ সঠিক তদন্ত করলেই বেরিয়ে আসবে আসল রহস্য। ওদিকে উক্ত ঘটনায় আহত আফছার, তার স্ত্রী ফাহিমা সহ কয়েক জন দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে চিকিৎসা নিয়ে ওই দিনই বাড়ি ফেরেন। এবং কার্পাসডাঙ্গা পুলিশ ক্যাম্পে একটি লিখিত অভিযোগ করেন। ঘটনা দুই

দিন অতিবাহিত হলেও অভিযোগটি কার্পাসডাঙ্গা পুলিশ ক্যাম্প পর্যন্ত সীমাবদ্ধ আছে।

এব্যাপারে কার্পাসডাঙ্গা পুলিশ ক্যাম্পের আইসি এসআই জুয়েলের সাথে কথা বললে তিনি জানান, বিষয়টি আমি সঠিক তদন্ত করে আগামি কাল দামুড়হুদা মডেল থানায় নিয়মিত মামলার আবেদন করবো। বিষয়টি নিয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ আঃ খালেকের সাথে কথা হলে তিনি জানান, সঠিক তদন্তের মাধ্যমে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যাবস্থা নেয়া হবে।

কুষ্টিয়ায় করোনা পজিটিভ ১৯৫! মৃত্যু ৫

কুষ্টিয়া গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৫জনের মৃত্যু হয়েছে। এবং নতুন করে আরও ১৯৫ জন (কোভিড-১৯) করোনা পজিটিভ শনাক্ত হয়েছে। গতকাল শনিবার রাতে সিভিল সার্জন কার্যালয় থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

সিভিল সার্জন ডাঃ এএইচএম আনোয়ারুল ইসলাম জানান, (গতকাল) ৫৭৭ টি নমুনার মধ্যে ১৯৫ টি পজিটিভ। যার মধ্যে পিসিআর ল্যাবে ৯৯ টি এবং এন্টিজেন টেস্ট ৪৭৮ টি নমুনার মধ্যে যথাক্রমে ১৯ টি এবং ১৭৬ টি পজিটিভ এসেছে। উপজেলা ভিত্তিক রিপোর্টে সদরে ৬৩ জন,কুমারখালি ৩৬ জন, দৌলতপুরে ২৪ জন, ভেড়ামারায় ২৯ জন,মিরপুর উপজেলায় ২২ জন, খোকসায় ২১ জন পজিটিভ এসেছে।

হাসপাতালে করোনায় আক্রান্ত এবং উপসর্গ নিয়ে রোগী ভর্তির সংখ্যা এখানে প্রতিনিয়ত বাড়ছে। চাপ সামলাতে স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মীদের বেগ পোহাতে হচ্ছে। উপজেলা সদর এমনকি জেলার দূর-দূরান্ত থেকেও করোনা আক্রান্ত হয়ে এবং উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ছুটে আসছে। আপাতত হাসপাতালে চিকিৎসক ও জনবল যা আছে তা দিয়ে রোগীর চাপ সামাল দেয়া গেলেও এভাবে যদি চাপ বাড়তেই থাকে তাহলে অতিরিক্ত লোকবল প্রয়োজন হবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে হাসপাতালে অক্সিজেন সংকট দেখা দেয়ার আশঙ্কা রয়েছে জানিয়ে

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডাঃ তাপস কুমার সরকার বলেন, ‘যারা হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছেন তাদের প্রায় প্রত্যেকেরই অক্সিজেন সাপোর্ট দিতে হচ্ছে। এদিকে ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট এই হাসপাতালটিতে এখন আর করোনা ছাড়া অন্য কোনো রোগী ভর্তি নেয়া হচ্ছে না। হাসপাতালটি করোনা ডেডিকেটেড ঘোষণা করে বহির্বিভাগ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। অন্য রোগীদের পার্শ্ববর্তী ডায়াবেটিস ও আদ্বদীন হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে বলা হচ্ছে।

এদিকে গত ২৪ ঘণ্টায় ৫৭৭টি নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে জেলায় নতুন করে ১৯৫ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। এ নিয়ে জেলায় করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭ হাজার ১৮৫ জনে। এর মধ্যে সুস্থ হয়েছেন পাঁচ হাজার ২৩৪ জন। মৃত্যের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৮৬ জনে। নতুন করে আক্রান্তের তালিকা উপজেলা ভিত্তিক রিপোর্টে সদরে ৬৩ জন,কুমারখালি ৩৬ জন,দৌলতপুরে ২৪ জন, ভেড়ামারায় ২৯ জন, মিরপুর উপজেলায় ২২ জন, খোকসায় ২১ জন পজিটিভ এসেছে।

মেহেরপুরে হার্ট অ্যার্টাকে এক এসআই এর মৃত্যু

মেহেরপুরের সম্প্রতি যোগদানকৃত আবুল বাশার নামের এক এসআই হার্ট অ্যার্টাকে মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শনিবার সন্ধ্যার পর মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

আবুল বাশার খুলনার তেরোখাদার লাল মোহাম্মদ খানের ছেলে। আবুল বাশার চলতি মাসের ২ তারিখে বাগেরহাট থেকে মেহেরপুরে লাইন ওয়ার হিসাবে যোগদান করেন।

জানা গেছে শনিবার বিকেলের দিকে আবুল বাশারের হার্ট অ্যাটাক করে। দ্রুত তাকে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নেওয়ার পর সন্ধ্যা ৭ টার দিকে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিরুল ইসলাম জানান রাত ১১ টায় পুলিশ লাইনে জানাজা শেষে তার পরিবারের কাছে লাশ হস্তান্তর করা হবে।

আবুল বাশারের স্ত্রী, চার সন্তান সহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রয়েছে।

মেহেরপুরে ক্ষুদে ফুটবলারদের মাঝে ফুটবল বিতরণ

মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম এর উদ্যোগে শহরের বিভিন্ন ক্ষুদে ফুটবলারদের মাঝে ফুটবল বিতরণ করা হয়েছে।

শনিবার দুপুরের দিকে অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম উপস্থিত থেকে মেহেরপুর শহরের বিভিন্ন এলাকায় ক্ষুদে ফুটবলারদের মাঝে ফুটবল বিতরণ করেন।

এ সময় সদর উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান মোমিনুল ইসলাম, সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

চুয়াডাঙ্গা উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ

চুয়াডাঙ্গায় কর্মহীন হয়ে পড়া মানুষের মাঝে চুয়াডাঙ্গা উপজেলা প্রশাসন ও পৌরসভার পক্ষ থেকে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। শনিবার বিকেল সাড়ে চারটার সময় চুয়াডাঙ্গা উপজেলা চত্বরে এই ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহি অফিসার মোহাম্মদ সাদিকুর রহমান ও চুয়াডাঙ্গা পৌর মেয়র জাহাঙ্গীর আলম মালিক খোকন এর উপস্থিতিতে এই ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার ২০৭ জন কর্মহীন বিভিন্ন পেশার চায়ের দোকানদার, ইজিবাইক চালক, মুচি, ঝুপরি দোকানদারদের মাঝে খাদ্য সামগ্রি বিতরন করা হয়। প্রতি প্যাকেট খাবারের মধ্যে ১০ কেজি চাউল, ২ কেজি আলু, ১ লিটার তেল, ১ কেজি ডাউল, ১ কেজি চিনি, সাথে মাস্ক দেওয়া হয়।

এ সময় উপজেলা নির্বাহি অফিসার মোহাম্মদ সাদিকুর রহমান বলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোঃ নজরুল ইসলাম সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার ভিতর কর্মহীন হয়ে পড়া অসহায় দুস্থ ও গরিব দের মাঝে এই ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হচ্ছে ।

তিনি আরো বলেন এই ত্রান বিতরন অব্যাহত থাকবে। লকডাউন এ ক্ষতিগ্রস্থ সবাই এ সহায়তার আওতায় আসবে। সবাই ঘরে থাকুন, সুস্থ থাকুন, বিনা প্রয়োজনে ঘর থেকে বের না হবার আহ্বান জানান।

দামুড়হুদায় স্বাস্থ্যবিধি না মানার অপরাধে জরিমানা আদায়

দামুড়হুদা উপজেলার বিভিন্ন স্থানে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। জানা গেছে, শনিবার সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এ অভিযান চলে। দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, মহামারী করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রোধে চলমান লকডাউন বাস্তবায়নে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দিলারা রহমান দামুড়হুদার দর্শনা জয়রামপুর, কার্পাসডাঙ্গা, নাটুদা বিভিন্ন স্থানে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।

এ সময় মাস্ক পরিধান না করা, স্বাস্থ্যবিধি না মানার অপরাধে ১১ টি মামলায় ১৪,জনের নিকট থেকে ১০ হাজর টাকা জরিমানা আদায় করেন, এসময় তিনি মাক্স ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণ করেন, ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা কালে উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান বলেন,

দামুড়হুদা উপজেলা সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে, ব্যাপক হারে দেখা দিয়েছে করোনার উপসর্গ। কয়েকদিনের ব্যবধানে ২৫ জনের মৃত্যু হয়েছে, আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে সচেতন মহল। এসময় করোনার সংক্রমণ হার বেড়েই চলেছে, হাসপাতালগুলোয় ৬০ ভাগ বয়স্ক মানুষ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে ভর্তি থাকেন। করোনার দ্বিতীয় ঢেউ ঠাকাতে এই নাগরিকদের সতর্কভাবে ঘরে থাকার পরামর্শ দেন তিনি।

আগামীতে ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে করোনার। এ জন্য সবার মাস্ক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। এলাকায় নতুন করে যাতে আক্রান্ত না হয়, আমাদের সবাই কে সজাগ থাকবে হবে।

তিনি আরো বলেন, সব ধরনের অফিসে কর্মচারী থেকে কর্মকর্তাদের মধ্যে মাস্ক ব্যবহার শতভাগ নিশ্চিত করতে হবে। বাইরে চলাচলে মাস্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করতে কঠোর হবে প্রশাসন। সর্বোচ্চ সতর্কতা নিতে হবে। জনস্বার্থে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে। অপ্রয়োজনে বাড়ির বাহিরে বের হবেন না। নিজে ও পরিবার সুস্থ রাখতে সরকারের দেওয়া সকল নির্দেশনা মেনে চলুন। লকডাউন বাস্তবায়ন প্রশাসন কে সহযোগিতা করেন আদালত পরিচালনার কাজে সহযোগিতা করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসের পেশকার জিহন আলী, দামুড়হুদার মডেল থানার পুলিশ সদস্যরা, প্রমুখ।

চুয়াডাঙ্গায় অব্যাহত থাকছে লকডাউন

চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকায় এবং চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার আলুকদিয়া ইউনিয়নে করোনার ভয়াবহ প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ায় গত বিশ জুন থেকে সাত দিনের লকডাউন ঘোষণা করেছিল চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসন। ২৬ শে জুন লকডাউন এর মেয়াদ শেষ হলে আবারও প্রেস ব্রিফিংয়ের মাধ্যমে চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকা ও সদর উপজেলা আলুকদিয়া ইউনিয়ন লকডাউন অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসন।

শনিবার চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত করোনাভাইরাস নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ সংক্রান্ত জেলা কমিটির সভায়

এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।গত ২০ জুন থেকে চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকা ও সদর উপজেলার আলোকদিয়া ইউনিয়নে লকডাউন শুরু হয়।

জেলা প্রশাসক মো. নজরুল ইসলাম সরকারের সভাপতিত্বে সভায় অন্যদের মধ্যে সিভিল সার্জন ডা. এ এস এম মারুফ হাসান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মুনিরা পারভীন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) সাজিয়া আফরিন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) আবু তারেক, সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আসাদুল হক বিশ্বাস, পৌর মেয়র জাহাঙ্গীর আলম মালিক সভায় গত এক সপ্তাহে লকডাউনের পর্যালোচনা করা হয়।

এ সময় বেশিরভাগ বক্তা লকডাউন সফল হয়েছে বলে মন্তব্য করেন। তবে, ইজিবাইকের অবাধ চলাচল ও করোনার সংক্রমণ বৃদ্ধিতে সবাই উদ্বেগ প্রকাশ করেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে দৈনিক করোনা টেস্ট বৃদ্ধি করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

সিভিল সার্জন জনবল স্বল্পতার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, ‘বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকে কর্মরত টেকনিক্যাল পারসনদের দক্ষ করে নমুনা পরীক্ষার চিন্তা-ভাবনা চলছে। এদিকে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণ সহ প্রশাসনের লোকজন জনসমাগম রুখতে ও করোনার সচেতনতামূলক নির্দেশনা প্রচার করে যাচ্ছেন।

কুষ্টিয়ায় কর্মহীন হয়ে পড়া মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

কুষ্টিয়ার মিরপুরে করোনাকালীন দূর্যোগ মোকাবেলায় কর্মহীন হয়ে পড়া মানুষের মাঝে খাবার ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। শনিবার সকালে মিরপুরে আলো স্বেচ্ছাসেবী পল্লী উন্নয়ন সংস্থার আয়োজনে এবং একশনএইড বাংলাদেশের সহযোগীতায় দেড় শতাধিক পরিবারের মাঝে খাবার ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এসব বিতরণ করেন মিরপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) লিংকন বিশ্বাস। খাদ্য সামগ্রী বিতরণকালে ইউএনও লিংকন বিশ্বাস করোনা ভাইরাস ছড়ানোর বিষয়গুলো তুলে ধরে বলেন, ঘরে থাকুন, গণজমায়েত এড়িছে চলুন এবং স্বাস্থ্য পরামর্শ মেনে চলুন।

আলো স্বেচ্ছাসেবী পল্লী উন্নয়ন সংস্থার সভাপতি অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন’র সভাপতিত্বে এবং আলো’র নির্বাহী পরিচালক ফিরোজ আহাম্মেদের সঞ্চালনায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মিরপুর পৌরসভার প্যানেল মেয়র জমির উদ্দিন, প্রেসক্লাবের সভাপতি কাঞ্চন হালদার, সাবেক সভাপতি হাজী আছাদুর রহমান বাবু, বাবলু রঞ্জন বিশ্বাস, আলো’র প্রকল্প সমন্বয়কারী মাহফুজুর রহমান, প্রকল্প কর্মকর্তা ফারুক হোসেন প্রমুখ।

আলো’র নির্বাহী পরিচালক ফিরোজ আহাম্মেদ জানান, করোনাকালীন দূর্যোগ মোকাবেলায় কর্মহীন হয়ে পড়া দেড় শতাধিক পরিবারের মাঝে খাবার ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

প্রতিটি পরিবারের জন্য চাউল পঁচিশ কেজি, মসুরের ডাল তিন কেজি, আটা তিন কেজি, চিড়া দুই কেজি, পেঁয়াজ তিন কেজি, লবন এক কেজি, সয়াবিন তেল চার লিটার, লাইফবয় সাবান তিনটি, ডিটারজেন্ট পাউডার এক কেজি, মাস্ক এক বক্স, স্যানিটারি ন্যাপকিন এক প্যাকেট।

পাগল উপাধি পাওয়া দর্শনার আশরাফুল এখন একজন সফল উদ্যোক্তা

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানাধীন দোস্ত গ্রামের আশরাফুল ড্রাগন বাগানে সফলতা পেয়েছেন। ড্রাগন বাগান সম্পর্কে জানতে চাইলে আশরাফুল বলেন, আমি যখন ড্রাগন বাগান শুরু করলাম, আমার শুরুটা অনেক কষ্টের ছিল কারন প্রথমে সবাই আমাকে পাগল বলছে আর বলছে আশরাফুল তুমি এটা কি বাগান করলা? গাছে কোন পাতা নেই ।

কিন্তু আমি আশরাফুল আমার মনের একটি দৃঢ় বিশ্বাস ছিল আমি ড্রাগন বাগান করে সফলতা পাবোই, এটি একটি লাভজনক বাগান হবে এবং এই চাষে আমার লোকসান হবে না, তার প্রমান আপনারা আমার এই বাগান দেখে বুঝতে পারছেন আমি সফল হয়েছি কিনা। সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে আশরাফুল এর ড্রাগন বাগানে প্রতিটি গাছে ফল এসেছে, লাল কালারের সুন্দর রঙের ড্রাগন ফলে তার বাগান সুন্দর একটি রুপ ধারণ করেছে।

এই লাল রংঙ্গের ফল ঝুলে থাকার দৃশ্য দেখলে যে কারোর মন ভরে যাবে। ড্রাগন বাগান সম্পর্কে আশরাফুল আরও বলেন, আমার এখানে মোট ২৬ কাঠা জমি আছে আর এই জমিতে প্রায় ২৭০ থেকে ২৮০ টি পিলার বসানো আছে এবং প্রতিটি পিলারে আমি ৪টি করে ড্রাগন ফলের চারা রোপণ করেছিলাম, আমার বাগানের বয়স দুই বছরের মতো হবে।

চাষী আশরাফুল এর কাছে প্রশ্ন করা হয় এই ড্রাগন তো বাহিরের দেশের ফল আমাদের দেশের আবহাওয়ায় এটি কেমন হবে? উত্তরে তিনি বলেন, আমাদের দেশের আবহাওয়াতে এটি চাষ হবে তার প্রমান আমার বাগান আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। পরিচর্যা সম্পর্কে জানতে চাইলে বলেন, এই ড্রাগন বাগানে পরিচর্যার দিকে বিশেষ ভাবে লক্ষ রাখতে হবে কারণ এর থেকে যদি আপনি অধিক মুনাফা পেতে চান তাহলে যত্ন সহকারে পরিচর্যা করতে হবে।

কারন আপনি যত বেশি পরিচর্যা করতে পারবেন আপনি তত বেশি ফল পাবেন, এবং এই ড্রাগন ফলের গাছে আপনারা যত বেশি জৈব সার ব্যবহার করবেন তত ফলন বেশি পাবেন এবং গাছে কোন রোগ হবে না। আবার তেমনি আপনার জমির মাটির গুনাগুন ভালো থাকবে। আমি আমার বাগানে অতিরিক্ত জৈব সার ব্যবহার করেছি, যার কারনে আমার গাছে ফল বেশি এসেছে। যদি বাজার ভালো থাকে বাজার মূল্য ৪০০ টাকা করে পাই। তাহলে আমি আমার ড্রাগন বাগান থেকে সাত থেকে আট লক্ষ টাকা মতো আয় করতে পারবো বলে আশা করছি।

মেহেরপুরে নতুন করে আরও ৪৪ জন

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]